গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
তথ্য মন্ত্রণালয়
চলচ্চিত্র-১ শাখা
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
www.moi.gov.bd

নং-১৫.০০.০০০০.০২৭.২২.০০৫.১৪.১৮১

তারিখঃ ০২ ফাল্গুন ১৪২৫ / ১৪ ফেব্রুয়ারি ২০১৯

বিষয়: বাংলাদেশ চলচ্চিত্র উন্নয়ন কর্পোরেশন (সংশোধনী) আইন-২০১৮ এর খসড়ার উপর সর্বসাধারণের মতামত প্রদান।

বাংলাদেশ চলচ্চিত্র উন্নয়ন কর্পোরেশন আইন-১৯৫৭ যুগোপযোগী করে বাংলায় প্রণয়নের লক্ষ্যে "বাংলাদেশ চলচ্চিত্র উন্নয়ন কর্পোরেশন (সংশোধন) আইন, ২০১৮" এর খসড়া প্রস্তুত করা হয়েছে। উক্ত খসড়া তথ্য মন্ত্রণালয়ের ওয়েব সাইটে প্রকাশ করা হয়েছে। প্রকাশিত খসড়া আইনের উপর আগামী ১৫ দিনের মধ্যে নিম্নস্বাক্ষরকারী বরাবরে লিখিত/ই-মেইলের মাধ্যমে মতামত (নিকশ ফন্টে) প্রেরণের জন্য সর্বসাধারণকে নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা যাচ্ছে।

ই-মেইল ঠিকানা: sas.film@moi.gov.bd

সংযুক্তি: বাংলাদেশ চলচ্চিত্র উন্নয়ন কর্পোরেশন (সংশোধনী) আইন-২০১৮ এর খসড়া।

১৪০২১৯

(মোঃ সাইফুল ইসলাম)
উপসচিব (চলচ্চিত্র)
ফোন- ৯৫৪০৪৬৩
E-mail : sas.film@moi.gov.bd

অনুলিপি:

১. জনাব মো: মাহবুবুল কবীর সিদ্দিকী, সিস্টেম এনালিস্ট, তথ্য মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা (তাঁকে আগামী ০৩ মার্চ ২০১৯ তারিখ পর্যন্ত খসড়া আইন ওয়েব সাইটে প্রকাশের ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুরোধ করা হলো)।
২. অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন ও চলচ্চিত্র) মহোদয়ের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, তথ্য মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা (অতিরিক্ত সচিব মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)।
৩. যুগ্মসচিব (প্রশাসন ও চলচ্চিত্র) মহোদয়ের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, তথ্য মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা (যুগ্মসচিব মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)।

বাংলাদেশ চলচ্চিত্র উন্নয়ন কর্পোরেশন (সংশোধনী) আইন, ২০১৮

যেহেতু বাংলাদেশ চলচ্চিত্র উন্নয়ন কর্পোরেশনের অগ্রগতি সাধণের উদ্দেশ্যে বাংলাদেশ চলচ্চিত্র উন্নয়ন কর্পোরেশন আইন-১৯৫৭ এর অধিকতর সংশোধনী ও যুগপোযোগী করা সমীচীন এবং প্রয়োজনীয় সেহেতু এতদ্বারা নিম্নরূপ আইন করা হলো ঃ

এতদ্বারা নিম্নরূপ আইন প্রণয়ন করা হইল–

১। সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ও প্রবর্তন–

(১) এই আইন বাংলাদেশ চলচ্চিত্র উন্নয়ন কর্পোরেশন (সংশোধনী) আইন, ২০১৮ নামে অভিহিত হইবে।

(২) ইহা সমগ্র বাংলাদেশে কার্যকরী হইবে।

(৩) সরকার অফিসিয়াল গেজেট বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে যে তারিখ নির্ধারণ করিবে সেই দিন হইতে ইহা কার্যকরী হইবে।

২। সংজ্ঞা–

বিষয় ও প্রসঙ্গের পরিপন্থী কিছু না থাকিলে, এই আইনে-

(ক) "বোর্ড" বলিতে কর্পোরেশনের পরিচালনা বোর্ডকে বুঝাইবে।

(খ) "সেবা গ্রহীতা" বলিতে কোন ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গ অথবা ব্যক্তিবর্গের প্রতিষ্ঠান, বিধিবদ্ধ হউক বা না হউক, যাহাকে এই আইনের আওতায় কর্পোরেশন সেবা প্রদান করিয়াছে এবং এই ধরনের ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গের উত্তরাধিকারী এবং দায়িত্বপ্রাপ্তগণ।

(গ) "কর্পোরেশন" বলিতে আইন দ্বারা প্রতিষ্ঠিত বাংলাদেশ চলচ্চিত্র উন্নয়ন কর্পোরেশনকে বুঝাইবে।

(ঘ) "চলচ্চিত্র শিল্প" বলিতে একটি শিল্পকে বুঝায় যাহা বাণিজ্যিক কিংবা অবাণিজ্যিকভাবে প্রদর্শনের জন্য চলমান চলচ্চিত্র উৎপাদনে নিয়োজিত রহিয়াছে সেই সমস্ত প্রতিষ্ঠানসহ চলচ্চিত্র প্রযোজনার জন্য স্টুডিও স্থাপন এবং উহার রক্ষণাবেক্ষণও অন্তর্ভুক্ত হইবে।

(ঙ) "ফিল্ম" বলিতে সেলুলয়েড কিংবা ডিজিটাল ফিল্মকে বুঝাইবে যাহা বাণিজ্যিকভাবে কিংবা অবাণিজ্যিকভাবে প্রদর্শনের নিমিত্তে চলমান ছবি উৎপাদনে ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

(চ) "তফসিলী ব্যাংক" বলিতে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক সময়ে সময়ে তালিকাভূক্ত ব্যাংককে বুঝাইবে।

(ছ) "কেন্দ্রীয় ব্যাংক" বলিতে বাংলাদেশ ব্যাংককে বুঝাইবে।

৩। কর্পোরেশনের প্রতিষ্ঠা ও বিধিবদ্ধতা–

(১) এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে পূর্ব পাকিস্তান চলচ্চিত্র উন্নয়ন কর্পোরেশন আইন, ১৯৫৭ এর অধীন প্রতিষ্ঠিত "বাংলাদেশ চলচ্চিত্র উন্নয়ন কর্পোরেশন" এমনভাবে বহাল থাকিবে যেন উহা এই আইনের অধীন প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

(২) কর্পোরেশন হিসেবে বাংলাদেশ চলচ্চিত্র উন্নয়ন কর্পোরেশন নামে একটি সংবিধিবদ্ধ সংস্থা হইবে এবং ইহার স্থায়ী ধারাবাহিকতা ও একটি সাধারণ সীল মোহর থাকিবে, এই আইন ও বিধি সাপেক্ষে, ইহার স্থাবর ও অস্থাবর উভয় প্রকার সম্পত্তি অর্জন করা, অধিকারে রাখা ও হস্তান্তর করার ক্ষমতা থাকিবে এবং এই নামে কর্পোরেশন অন্যদের নামে মামলা দায়ের করিতে পারিবে বা অন্যরা ইহার বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করিতে পারিবে।

৪। শেয়ার মূলধন ও শেয়ারধারীগণ–

(১) (ক) কর্পোরেশনের অনুমোদিত মূলধনের পরিমাণ অন্যূন ১০০০ (এক হাজার) কোটি টাকা, যাহা প্রতিটি ১০ (দশ) টাকা অভিহিত মূল্যের ১০০ (একশত) কোটি সাধারণ শেয়ারে বিভক্ত হইবে। সরকারের পূর্ব অনুমতি

সাপেক্ষে কর্পোরেশন বিভিন্ন সময়ে এই সকল শেয়ার ছাড়িতে (Issued) এবং বরাদ্দ (alloted) করিতে পারিবে।

(খ) কর্পোরেশনের পরিশোধিত মূলধনের পরিমাণ হইবে ন্যূনতম ৩৫০(তিনশত পঁঞ্চাশ) কোটি টাকা যাহা ৩৫(পঁয়ত্রিশ) কোট সাধারণ শেয়ারে বিভক্ত হইবে, যাহা শেয়ার বিভক্তি বিধি দ্বারা নির্ধারিত হইবে

(২) সরকারের পূর্বানুমোদন ক্রমে কর্পোরেশন সময়ে সময়ে অনুমোদিত মূলধন (authorised capital) বৃদ্ধি করিতে পারিবে।

(৩) সরকার কর্পোরেশনের একজন শেয়ারধারী থাকিবেন এবং কর্পোরেশন কর্তৃক যে কোন সময়ে ইস্যু করা শেয়ারের মধ্যে সরকার গ্রাহক হিসেবে শতকরা ৫১ ভাগ এর কম হইবে না এই পরিমাণ শেয়ার ক্রয় করিবে এবং শেয়ার ধরিয়া রাখিবে, অবশিষ্ট শেয়ার জনসাধারণের ক্রয়ের জন্য সংরক্ষিত থাকিবে।

৫। অনুমোদিত জামানত –

কর্পোরেশনের শেয়ার ও ঋণপত্র (ডিবেঞ্চার) ট্রাস্ট আইন, ১৮৮২ এর আওতায় অনুমোদিত জামানত (approved securities) হিসাবে গণ্য হইবে (II-1882)।

৬। ব্যবস্থাপনা–

(১) কর্পোরেশনের সাধারণ পরিচালনা এবং প্রশাসনসহ সকল বিষয়াদি একটি পরিচালনা বোর্ডের (Board of Directors) উপর ন্যস্ত থাকিবে। পরিচালনা বোর্ড কার্যনির্বাহী কমিটি ও ব্যবস্থাপনা পরিচালকের সহায়তায় সকল ক্ষমতার প্রয়োগসহ যাবতীয় কার্যাবলি ও বিষয়াদি সম্পাদন করিবেন, যাহা কর্পোরেশন কর্তৃক প্রয়োগ বা করা যাইত।

(২) পরিচালনা বোর্ড ইহার দায়িত্ব পালনকালে বাণিজ্যিক, অবাণিজ্যিক ও শিল্প বিবেচনায় কার্যাদি করিবে এবং সরকার কর্তৃক সময়ে সময়ে যে সকল নীতিমালা নির্দেশিত হইবে তাহা অনুসরণ করিবে, সকল নীতিমালা নির্ধারণের ক্ষেত্রে সরকার চুড়ান্ত কর্তৃপক্ষ হিসাবে গণ্য হইবে।

(৩) যদি বোর্ড সরকার কর্তৃক উপরিউক্ত নির্দেশিত কোন আদেশ বাস্তবায়নে ব্যর্থ হয় তাহলে সরকার উহার কারণ লিপিবদ্ধ করিয়া ৭(খ) ধারায় নির্বাচিত পরিচালকগণ ছাড়া অন্য পরিচালকগণসহ চেয়ারম্যানকে অপসারণ করিতে পারে এবং ৭ ধারায় যাহা কিছুই থাকুক না কেন, নতুন বোর্ড গঠিত না হওয়া পর্যন্ত উক্ত ধারার বিধান এর সহিত সামঞ্জস্যতা রেখে তাহাদের স্থলে অস্থায়ী ভিত্তিতে পরিচালক হিসেবে অস্থায়ী নিয়োগ করা যাইতে পারে।

৭। পরিচালনা বোর্ড–

(ক) কর্পোরেশনের পরিচালনা বোর্ডের সদস্য সংখ্যা হইবে ন্যূনতম ৯(নয়) জন, তবে ১৩(তের) জনের অধিক হইবে না। কর্পোরেশনের পরিচালনা বোর্ড এর গঠন নিম্নরূপ :-

১.	সচিব, তথ্য মন্ত্রণালয়	:	চেয়ারম্যান
২.	অতিরিক্ত/যুগ্মসচিব, তথ্য মন্ত্রণালয়	:	সদস্য
৩.	অতিরিক্ত/যুগ্মসচিব,অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়	:	সদস্য
৪.	অতিরিক্ত/যুগ্মসচিব, আইন ও বিচার বিভাগ	:	সদস্য
৫.	অতিরিক্ত/যুগ্মসচিব, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়	:	সদস্য
৬.	ব্যবস্থাপনা পরিচালক, বিএফডিসি	:	সদস্য
৭.	অতিরিক্ত /যুগ্মসচিব, সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়	:	সদস্য
৮.	মহাপরিচালক, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়	:	সদস্য
৯.	সভাপতি, বাংলাদেশ চলচ্চিত্র প্রযোজক পরিবেশক সমিতি	:	সদস্য

(খ) শেয়ার হোল্ডারদের দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে ৩জন পরিচালক নির্বাচিত হইবেন।

(গ) সরকার দ্বারা ব্যবস্থাপনা পরিচালক নিয়োজিত হইবেন ধারা-৯ অনুযায়ী।

(ঘ) কর্পোরেশনের পরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ) পরিচালনা বোর্ডের সাচিবিক দায়িত্ব পালন করবেন।

৮। পরিচালকগণের মেয়াদকাল–

(১) সরকার কর্তৃক নিয়োগকৃত পরিচালকগণ সরকারের সন্তুষ্টিকাল পর্যন্ত পদে বহাল থাকিবেন।

(২) একজন নির্বাচিত পরিচালক তিন বছর তাহার পদে অধিষ্ঠিত থাকিবেন, তাহার কার্যকালের মেয়াদ শেষ হওয়ার পর উত্তরাধিকারী নির্বাচিত না হওয়া পর্যন্ত তিনি দায়িত্ব চালাইয়া যাইবেন এবং তিনি পুনঃনির্বাচনের যোগ্যও হইবেন।

(৩) পরিচালক পদে সাময়িক সৃষ্ট শূন্যতা নির্বাচন বা নিয়োগ যে ভাবে প্রযোজ্য হয়, সে ভাবে পূরণ করা যাইতে পারে এবং শূন্য পদ পূরণের জন্য নির্বাচিত বা নিয়োগকৃত পরিচালক তাহার পূর্বগামী পরিচালকের অসমাপ্ত মেয়াদ পর্যন্ত দায়িত্ব পালন করিবেন। তবে শর্ত থাকে যে, যদি মেয়াদকালের শেষ তিন মাসের মধ্যে কোন পদে সাময়িক শূন্যতার সৃষ্টি হয় তাহা হইলে উহা পূরণ করার প্রয়োজন হইবে না।

(৪) বোর্ডের কোন কাজ বা কার্যবিধি কেবল কোন পদের শূন্যতা বা বোর্ড গঠনের কোন ত্রুটি জনিত কারণে অবৈধ হইবে না।

৯। ব্যবস্থাপনা পরিচালক–

সরকার কর্তৃক কর্পোরেশনের ব্যবস্থাপনা পরিচালক পদে নিয়োগদান করা হইবে এবং তিনি

(ক) কর্পোরেশনের সার্বক্ষণিক কাজে নিয়োজিত একজন কর্মকর্তা হইবেন,

(খ) বোর্ড কর্তৃক প্রবিধান দ্বারা তাঁহার উপর অর্পিত দায়িত্ব পালন করিবেন।

(গ) তিনি অন্য কোন কর্পোরেশন, কোম্পানি বা প্রতিষ্ঠানে পরিচালক পদ গ্রহণ হইতে বিরত থাকিবেন।

(ঘ) সরকার কর্তৃক অপসারিত না হইলে তিনি ৩(তিন) বছর পদে বহাল থাকিবেন, এবং এক বা একাধিক মেয়াদে পুনঃ নিয়োগের জন্য উপযুক্ত বিবেচিত হইবেন। তবে শর্ত থাকে যে, এই ধরনের অতিরিক্ত মেয়াদকাল তিন বছরের অধিক হইবে না যাহা সরকার কর্তৃক নির্ধারণ করা হইবে এবং

(ঙ) সরকার যেরূপ নির্ধারণ করেণ তদ্রুপ বেতন ও ভাতা প্রাপ্য হইবেন।

১০। নির্বাহী কমিটির গঠন ও ক্ষমতা–

(১) তিন সদস্য সমন্বয়ে কার্যনির্বাহী কমিটি গঠিত হইবে অর্থাৎ ব্যবস্থাপনা পরিচালক (যিনি কমিটির চেয়ারম্যান হইবেন), নিয়োগকৃত পরিচালকদের মধ্যে হইতে সরকার কর্তৃক নিয়োগপ্রাপ্ত একজন পরিচালক এবং সরকার ব্যতীত কর্পোরেশনের শেয়ার হোল্ডারগণ কর্তৃক নির্ধারিত প্রক্রিয়ায় নির্বাচিত পরিচালকদের মধ্যে হইতে একজন পরিচালক তবে শর্ত থাকে যে,

(ক) যদি কোন সময় একজন মাত্র নির্বাচিত পরিচালক থাকেন তবে তাহাকে নির্বাচিত সদস্য হিসাবে গণ্য করা হইবে।

(খ) যদি কোন সময়ে নির্বাচিত কোন পরিচালক না থাকেন, তবে এইরূপ পরিচালক নির্বাচিত না হওয়া পর্যন্ত নির্বাচিত পরিচালকের জন্য সংরক্ষিত সদস্য পদে সরকার কর্তৃক নিয়োগকৃত পরিচালকদের মধ্যে হইতে একজন পরিচালক নিয়োগ করবে।

(২) একজন নির্বাচিত সদস্য তিন বছর পদে বহাল থাকিবেন এবং পুনঃ নির্বাচনের জন্য যোগ্য হইবেন; কিন্তু তিনি উক্ত পদে বহাল থাকিবেন না যখন নির্বাচিত পরিচালক হিসেবে তাহার মেয়াদের অবসান হয়।

(৩) বোর্ড কর্তৃক বিভিন্ন সময়ে প্রদত্ত সাধারণ বা বিশেষ নির্দেশাবলি সাপেক্ষে নির্বাহী কমিটি বোর্ডের অনুরূপ ক্ষমতায় যে কোন কার্যাদি করিতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত হইবে।

(৪) নির্বাহী কমিটির প্রত্যেক সভার কার্যবিবরণী পরবর্তী বোর্ড সভার সম্মুখে উপস্থাপন করিতে হইবে।

১১। পরিচালক পদের অযোগ্যতা–

কোন ব্যক্তি পরিচালক হইবেন না বা পরিচালক হিসাবে কর্মরত থাকিবে না, যিনি-

(ক) ব্যবস্থাপনা পরিচালক ব্যতিত কর্পোরেশনের বেতনভুক্ত কর্মকর্তা হন, অথবা

(খ) দেউলিয়া হন বা আদালত কর্তৃক কোন সময় দেউলিয়া ঘোষণা করা হয়, অথবা

(গ) পাগল বা মানসিকভাবে অপ্রকৃতিস্থ হন, অথবা,

(ঘ) ফৌজদারী অপরাধের জন্য দন্ডপ্রাপ্ত হন বা কোন অপরাধের জন্য দন্ডপ্রাপ্ত হন যাহা সরকারের মতে নৈতিক স্খলনজনিত অপরাধের পর্যায়ভুক্ত হয়, অথবা

(ঙ) অপ্রাপ্ত বয়স্ক।

১২। পরপর তিন সভায় পরিচালকগণের অনুপস্থিতি–
একজন সদস্য চেয়ারম্যানের পূর্বানুমতি ব্যতিত পরপর তিনটি বোর্ড সভায় অনুপস্থিত থাকিলে তিনি সদস্যের পদ হইতে অপসারিত হইবেন;

১৩। কর্মকর্তা ও উপদেষ্টা নিয়োগ প্রদান–
কর্পোরেশনের কার্যাবলি দক্ষতার সহিত সম্পাদনের লক্ষ্যে কর্পোরেশন প্রয়োজন বিবেচনা করিয়া উপদেষ্টাসহ কর্মকর্তা ও কর্মচারী নিয়োগদান করিতে পারিবেন।

১৪। বোর্ডের চেয়ারম্যান–
পদাধিকারবলে প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়ের সচিব পরিচালনা বোর্ডের চেয়ারম্যান নিযুক্ত হইবেন।

১৫। বিশেষজ্ঞ কমিটি –
কর্পোরেশন "বিশেষজ্ঞ কমিটি" নামে অভিহিত বিশেষজ্ঞদের একটি কমিটি নিয়োগ করিবে, এই কমিটি কর্পোরেশনের নিকট হইতে আর্থিক সহায়তা লাভের জন্য দাখিলকৃত স্কীম অথবা বোর্ড কর্তৃক যে কোন বিষয়ে পরামর্শ চাহিয়া কমিটির নিকট প্রেরণ করা হইবে তাহার উপর কর্পোরেশনকে কারিগরী উপদেশ প্রদান করিবে।

১৬। তথ্য প্রকাশের সীমাবদ্ধতা–
আর্থিক সহায়তা চাহিয়া কোন আবেদনকারী কর্তৃক দেয় কোন তথ্য এবং কমিটিকে অবহিত করা কোন তথ্য প্রকাশ করা বা উক্ত ব্যক্তির লিখিত অনুমতি ছাড়া কমিটির কোন সদস্য কর্তৃক উহা ব্যবহার করা নিষিদ্ধ।

১৭। বোর্ড ও কমিটির সভা এবং উহার কোরাম–
(১) চেয়ারম্যান কর্তৃক বোর্ড সভার যে সময় ও স্থান নির্ধারণ করা হয় সেইভাবে অনুষ্ঠিত হইবে।

(২) সভার কোরাম গঠনের জন্য ঃ-

(ক) বোর্ড সভার ক্ষেত্রে নূন্যতম অর্ধেকের বেশি সংখ্যক সদস্য উপস্থিত থাকিবেন।

(খ) নির্বাহী কমিটির ক্ষেত্রে কমপক্ষে দুইজন উপস্থিত থাকিবেন।

(৩) বোর্ড সভা বা নির্বাহী কমিটির সভায়, যে ক্ষেত্রে যা প্রযোজ্য হয়, প্রত্যেক পরিচালক বা সদস্য একটি ভোটের অধিকারী হইবেন এবং ভোটের সমতার ক্ষেত্রে চেয়ারম্যান একটি কাস্টিং ভোট প্রদান করিবেন।

(৪) কোন শিল্প প্রতিষ্ঠানের সংগে কোন বিষয়ে কোন পরিচালকের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ কোন স্বার্থযুক্ত থাকিলে তিনি সেক্ষেত্রে কোন ভোট প্রদান করিবেন না।

(৫) যদি কোন কারণে চেয়ারম্যান কোন সভায় উপস্থিত থাকিতে অসমর্থ হন

(ক) বোর্ড সভায় চেয়ারম্যানের অনুমতিক্রমে ব্যবস্থাপনা পরিচালক ছাড়া অন্য একজন সদস্য উক্ত বোর্ড সভায় সভাপতিত্ব করিবেন। লিখিত অনুমতির অবর্তমানে উপস্থিত সদস্যগণ উক্ত সভায় সভাপতিত্ব করার জন্য একজন চেয়ারম্যান নির্বাচন করিতে পারিবেন।

(খ) নির্বাহী কমিটির ক্ষেত্রে ব্যবস্থাপনা পরিচালক দ্বারা ক্ষমতা প্রাপ্ত একজন সদস্য ঐ সভায় সভাপতিত্ব করিবেন। ঐরূপ কোন ক্ষমতা না থাকিলে উপস্থিত সদস্যগণের মধ্যে হতে উক্ত সভায় সভাপতিত্ব করার জন্য একজনকে চেয়ারম্যান নির্বাচন করিতে পারেন।

১৮। সভায় উপস্থিতির ফিস–
পরিচালনা বোর্ডের চেয়ারম্যান ও সকল সদস্য সভায় উপস্থিত হওয়ার জন্য বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত হারে ফি পাইবেন।

১৯। কার্যালয়–
কর্পোরেশনের প্রধান কার্যালয় ঢাকায় প্রতিষ্ঠিত হইবে।

২০। জমার হিসাব–
কর্পোরেশন বাংলাদেশের তফসিলী ব্যাংকসমূহে টাকা জমা রাখার জন্য একাউন্ট খুলিতে পারিবে।

২১। তহবিল বিনিয়োগ–
কর্পোরেশনের তহবিল বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে বিনিয়োগ করা যাইতে পারে।

২২। ঋণ গ্রহণের ক্ষমতা–
(১) কর্পোরেশন ইহার তহবিল সৃষ্টির লক্ষ্যে সরকারের অনুমোদনক্রমে সরকার অনুমোদিত সুদের হারে বন্ড এবং ঋণপত্র জারী ও বিক্রয় করিতে পারে।
তবে শর্ত থাকে যে, জারীকৃত এইরূপ বন্ড, ঋণপত্রের উপর প্রদেয় সমুদয় টাকা বকেয়া এবং গ্যারান্টি বা আন্ডাররাইটিং এগ্রিমেন্টের আওতাধীনে সম্ভাব্য দায় কোন সময়ে সম্মিলিত ভাবে পরিশোধিত শেয়ার মুলধন এবং কর্পোরেশনের সংরক্ষিত তহবিলের পাঁচ গুণের অধিক হইবে না।
(২) সরকার কর্পোরেশনের বন্ড এবং ঋণপত্রের মূল টাকাসহ উহা জারীর সময়ে সরকার নির্ধারিত হারে সুদ পরিশোধে নিশ্চয়তা প্রদান করিবে।
(৩) কর্পোরেশন সরকারি বিধি-বিধান অনুসরণপূর্বক দেশে-বিদেশে বাংলাদেশি অথবা বৈদেশিক মুদ্রায় ঋণ গ্রহণ করিতে পারিবে।
(৪) কোন বিশেষ ব্যয় মিটাইবার জন্য অথবা কোন ঋণ পরিশোধ করিবার জন্য ঋণ গৃহীত হইলে উহার কোন অংশ অন্য কোন উদ্দেশ্যে ব্যয় করা যাইবে না।

২৩। জমাকরণ–
কর্পোরেশন সরকারের অনুমোদিত শর্তাবলি সাপেক্ষে জমা গ্রহণ করিতে পারে।

২৪। কর্পোরেশনের কার্যাবলী–
(১) চলচ্চিত্র শিল্পের উন্নয়নের জন্য কর্পোরেশন যেরূপ সহায়তা প্রদান করা উপযুক্ত মনে করিবে সেইরূপ পদক্ষেপ গ্রহণ করিবে ;
(২) বিশেষতঃ এবং পূর্ববর্তী কোন ক্ষমতার হানি না ঘটাইয়া কর্পোরেশন এই আইনের উদ্দেশ্য পালনের জন্য ;
(ক) নিজে স্টুডিও স্থাপন করিবে এবং উহা চলচ্চিত্র প্রযোজকদেরকে ভাড়ায় ব্যবহারের জন্য প্রদান করিবে ;
(খ) চলচ্চিত্র শিল্প উন্নয়নের জন্য প্রকল্পসহ এতদসংক্রান্ত প্রকল্প প্রণয়ন করিয়া সরকারের নিকট পেশ করিবে।
(গ) চলচ্চিত্র প্রযোজনা ও প্রক্রিয়াজাত করিয়া উহা প্রযোজকদের নিকট বিতরণের লক্ষ্যে চলচ্চিত্র সংক্রান্ত ফিল্ম ও আনুষাঙ্গিক প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র আমদানী করিবে ;
(৩) কোম্পানি আইন,১৯৯৪ এর ধারা ২১০ এবং ২১৪ কর্পোরেশনের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে।

২৫। ঋণের সীমা–
চলচ্চিত্র শিল্প ঋণের আওতায় ঋণ প্রাপ্তির সীমা নির্ধারিত হইবে।

২৬। ঋণের জামানত–
চলচ্চিত্র শিল্প ঋণের আওতায় ঋণের জামানত নির্ধারিত হইবে।

২৭। ঋণের উপর সুদ–
সরকার চলচ্চিত্র শিল্পে প্রদেয় ঋণের উপর সুদের হার নিরূপন করিবে এবং সময়ে সময়ে উহা নোটিশ দ্বারা জারী করিবে।

২৮। শর্তারোপের ক্ষমতা–
(১) চলচ্চিত্র শিল্প ঋণ প্রাপ্তির ক্ষেত্রে যাবতীয় শর্তারোপের ক্ষমতা সংশ্লিষ্ট বিধি দ্বারা নির্ধারিত হইবে।

২৯। ব্যবসা নিষিদ্ধকরণ–
কর্পোরেশন–
(ক) এই এ্যাক্টের বিধান বা ব্যবস্থাধীন ছাড়া কোন জমা গ্রহণ করিবে না, অথবা

(খ) সীমিত দায় সম্পন্ন কোন শেয়ার বা স্টক সরাসরি ক্রয় করিবে না।

৩০। সম্পূর্ণ টাকা তাৎক্ষণিক পরিশোধের দাবী করার ক্ষমতা–

(১) যে কোন চুক্তিতে যাহাই থাকুক না কেন যদি-

(ক) গ্রহিতা যে তথ্য সরবরাহ করিয়া সেবা গ্রহণ করিয়াছেন উহা বিশেষ বিষয়ে মিথ্যা ও বিভ্রান্তিকর ; অথবা

(খ) সেবা গ্রহণ সম্পর্কিত বিষয়ে কর্পোরেশনের সহিত সম্পাদিত চুক্তির শর্তাবলি লংঘন করা হইয়াছে : অথবা

(গ) যে উদ্দেশ্যে সেবা দেওয়া হইয়াছে উহার বহির্ভুত অন্য কোন কাজে ঋণ বা উহার কোন অংশ ব্যবহার করা হইয়াছে : অথবা

(ঘ) যুক্তি সংগত আশংকা রহিয়াছে যে সেবা গ্রহিতা দায় পরিশোধে অসমর্থ হইবে অথবা দেউলিয়া হইয়া যাইতে পারে ; অথবা

(ঙ) কর্পোরেশনের নিকট সেবার জামানত হিসাবে প্লেজ, মর্টগেজ, হাইপোথিকেশন বা এসাইনকৃত সম্পত্তি সেবা গ্রহিতা যথোপযুক্তভাবে রাখেন নাই বা নির্ধারিত হারের চেয়ে মূল্যগত দিক দিয়া সম্পত্তি বেশি অবচিত হইয়াছে এবং কর্পোরেশনের সন্তুষ্টির জন্য অতিরিক্ত জামানত প্রদানে সেবা গ্রহিতা অসমর্থ ; অথবা

(চ) বোর্ডের অনুমতি ছাড়া সেবার বিপরীতে জামানত হিসাবে মর্টগেজ রাখা বাড়ি, জমি অথবা অন্য সম্পত্তি কোন ভাবে নিষ্পত্তি করা হইয়াছে অথবা দায়বদ্ধ রাখা হইয়াছে ; অথবা

(ছ) বোর্ডের অনুমতি ছাড়া মেশিনারি বা অন্যান্য যন্ত্রপাতি সেবা গ্রহিতার প্রতিষ্ঠান হইতে অন্যত্র সরিয়ে নেয়া হইয়াছে কিন্তু সেখান পুনঃ স্থাপন করা হয় নাই ; অথবা

(জ) অন্য যে কোন কারণে, বোর্ডের বিবেচনায় কর্পোরেশনের স্বার্থে সংরক্ষণের জন্য এরূপ করা প্রয়োজন, বোর্ড কর্তৃক এতদ্‌বিষয়ে সাধারণ এবং বিশেষভাবে ক্ষমতাপ্রাপ্ত হইয়া বোর্ডের যে কোন একজন কর্মকর্তা সেবা গ্রহিতাকে নোটিশ দ্বারা তলব করাইবেন এবং সেবা গ্রহিতাকে বকেয়া অপরিশোধিত সেবার অবশিষ্ট সম্পূর্ণ টাকা অর্জিত সুদসহ বা উহার চেয়ে ক্ষুদ্রতর অংশ পরিশোধের জন্য দেনাদারকে বলিবেন অথবা কর্পোরেশনের স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য বোর্ড প্রয়োজন বিবেচনা করিয়া যে নির্দেশ প্রদান করিবেন দেনাদার তাহা পালন করিবেন।

(২) দেনাদারকে দেয় এইরূপ নোটিশে সেবা পরিশোধের অথবা বোর্ড কর্তৃক দেয় নির্দেশ পালনের সময়সীমা উল্লেখ থাকিবে, একইসংগে উহাতে এই ধরণের নির্দেশনা থাকিবে যে, নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে দেনাদার দাবীকৃত টাকা পরিশোধে ব্যর্থ হইলে বা বোর্ডের প্রদত্ত নির্দেশ পালনে ব্যর্থ হইলে বোর্ড দেনাদারকে সেবা পরিশোধে দায়ী ঘোষণা করিয়া প্রত্যয়নপত্র জারী করিতে পারেন এবং তাহার নিকট হইতে প্রাপ্য বকেয়া টাকা ভূমির বকেয়া রাজস্ব হিসাবে আদায়যোগ্য হইবে।

৩১। আদায়যোগ্য টাকায় প্রত্যয়নকরণ–

(১) যদি দেনাদার ৩২ ধারাধীনে জারীকৃত নোটিশ মতে নির্ধারিত সময়ে দাবীকৃত টাকা পরিশোধে ব্যর্থ হন বা উহাতে প্রদত্ত নির্দেশ পালনে ব্যর্থ হন; তবে বোর্ড নির্ধারিত ছকে এবং পদ্ধতিতে একটি প্রত্যয়নপত্র জারী করিতে পারে। প্রত্যয়নপত্রে দেনাদারকে দায়ী করিয়া কর্পোরেশনকে সনদপত্র জারীর সময় পর্যন্ত সুদসহ পরিশোধের গড় টাকার পরিমাণ, পরবর্তীতে পরিশোধেয় সুদের হার উল্লেখ থাকিবে।

(২) উপধারা (৩) এর বিধান সাপেক্ষে (১) উপধারাধীনে প্রদত্ত প্রত্যয়নপত্র চূড়ান্ত প্রমাণ হিসাবে গণ্য হইবে। প্রত্যয়নকৃত নির্ধারিত টাকা এবং সনাক্তকৃত হারে অর্জিত সুদ কর্পোরেশন কর্তৃক দেনাদার হইতে আদায়যোগ্য, এবং এইরূপ টাকা ভূমির বকেয়া রাজস্ব হিসাবে অবিলম্বে আদায়যোগ্য।

(৩) ১ নম্বর উপধারাধীনে সনদপত্র জারীর পনের দিনের মধ্যে দেনাদার সরকারের নিকট আপিল পেশ করিতে পারেন এবং সরকার সনদপত্র বাতিল বা সংশোধন করিতে পারে।

৩২। কর্পোরেশনের দাবী কার্যকরীকরণের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা–

(১) দেনাদারের বিরুদ্ধে ৩৩ ধারা মতে সার্টিফিকেট জারীর পর উহা আদায়ের জন্য তাগিদ অব্যাহত রাখাকালে কর্পোরেশন কর্তৃক এতদ্‌বিষয়ে মনোনীত ব্যক্তি নির্ধারিত পদ্ধতিতে **সরকারী দাবী আদায় আইন-১৯১৩ অনুযায়ী** আর্জি উপস্থাপন করিয়া আদালতে মামলা রুজু করিতে পারে। মামলা রুজুর স্থানীয় এলাকা হইবে যেই এলাকায় সেবা দেওয়া হইয়াছে অথবা যে প্রতিষ্ঠান বা ব্যবসার জন্য সেবা নেওয়া হইয়াছিল অথবা জামানতকৃত সম্পত্তি যেখানে অবস্থিত কর্পোরেশন তাহাদের এক বা একাধিক বা সকলের জন্য নিম্নে বর্ণিত প্রতিকার প্রার্থনা যেমন ঃ-

(ক) কর্পোরেশনের প্রাপ্য টাকা আদায়ের লক্ষ্যে দেনাদারের বিরুদ্ধে ব্যক্তিগতভাবে আদেশ কার্যকরী করা এবং ঋণের বিপরীতে দেনাদার কর্তৃক জামানত স্বরূপ মর্টগেজ, প্লেজ, হাইপোথিকেশন অথবা স্বত্ব নিয়োগ করা সম্পত্তি বিক্রয়ের জন্য আদেশ প্রার্থনা করা

(খ) উপরিউক্ত 'ক' অনুচ্ছেদে বর্ণিত যে কোন সম্পত্তি যে কোন প্রকারে অপসারণ, হস্তান্তর বা বন্দোবস্ত করা হইতে বিরত করার নিষেধাজ্ঞা বা নিব্রিতাদেশ প্রার্থনা করা।

(গ) উপরিউক্ত 'ক' অনুচ্ছেদে বর্ণিত সম্পতিসহ দেনাদারের অন্য কোন সম্পত্তি ক্রোক করার জন্য অন্তবর্তীকালীন আদেশ যাহা আদালতের মতে দেনাদারের নিকট দাবীকৃত কর্পোরেশনের অর্থ পরিশোধে পর্যাপ্ত বলিয়া উপযুক্ত বিবেচিত হয়।

(২) উপধারাধীনে দাখিলকৃত আর্জি নির্ধারিত ছকে হইতে হইবে এবং উহাতে কর্পোরেশনের নিকট দেনাদারের দায়ের প্রকৃত পরিমাণ উল্লেখ সহ কোন অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে সেবা দেওয়া হইয়াছিল এরূপ অন্যান্য বর্ণনার বিবরণ থাকিবে।

(৩) এই ধারায় ভিন্নরূপ কিছু না থাকিলে, দেওয়ানী কার্যবিধি- ১৯০৮ ও **হস্তান্তরযোগ্য দলিল আইন-১৮৮১** যতদূর সম্ভব এইরূপ আর্জির কার্যবিবরণীর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে।

(৪) অতঃপর আদালতে উপস্থিত হওয়া ও আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্য কোন অনুমতি প্রাপ্ত না হইলে দেনাদার মামলায় উপস্থিত হইতে পারিবেন না এবং আত্মপক্ষ সমর্থন করিতে পারিবেন না। এইরূপ অনুমতিপ্রাপ্ত বা উপস্থিতি এবং আত্মপক্ষ সমর্থনে ব্যর্থ হইলে আর্জিতে বর্ণিত অভিযোগে স্বীকৃতী হিসাবে গণ্য হইবে এবং সেই মতে কর্পোরেশনের অনুকুলে ডিক্রি দেওয়া হইবে।

(৫) দেনাদার যদি শপথ করিয়া বা অন্য কোনভাবে এবং ঘটনা ব্যক্ত করেন যাহা আদালতের মতে মামলায় উপস্থিত হওয়া এবং আত্মপক্ষ সমর্থনে যথাযথ বলিয়া বিবেচনাযোগ্য হয়, সে ক্ষেত্রে আদালত তাহাকে উপস্থিত হইয়া আত্মপক্ষ সমর্থনের অনুমতি দিবেন। এইরূপ অনুমতি নিঃশর্তভাবে হইতে পারে অথবা আদালতে টাকা পরিশোধ জামানত প্রদান করিয়া ইস্যু গঠন ও তাহা লিপিবদ্ধ করিয়া অথবা অন্য কোন শর্তে যাহা আদালতের নিকট উপযুক্ত বলিয়া বিবেচিত হয়।

(৬) এই ধারার অধীনে পাসকৃত ডিক্রি তাৎক্ষণিকভাবে কার্যকরী হইবে।

(৭) ডিক্রি প্রদানের পর আদালত বিশেষ প্রয়োজনে ও বিশেষ পরিস্থিতিতে উহা রদ করিতে পারেন এবং উহা স্থগিত বা জারী কার্যক্রম বাতিল করিতে পারেন এবং যদি আদালতের নিকট যুক্তিসংগতভাবে প্রতীয়মান হয় যে, দেনাদারকে আদালতে হাজির হওয়া এবং মামলায় আত্মপক্ষ সমর্থনের অনুমতি প্রদানসহ এই ধরনের অন্য শর্তাধীনে অনুমতি প্রদান যথাযথ হইবে এবং আদালতের যৌক্তিক বিবেচনায় সেইরূপ আদেশ প্রদান করিবে।

(৮) এই ধারায় প্রদত্ত ডিক্রির বিরুদ্ধে আপিল করা যাইবে।

৩৩। সাধারণ সভা–

(১) সাধারণ সভা (অতঃপর বার্ষিক সাধারণ সভা নামে অভিহিত) কর্পোরেশনের কার্যালয় বছরে একবার অনুষ্ঠিত হইবে। কর্পোরেশনের বার্ষিক হিসাব যে তারিখে বন্ধ করা হয় সেই তারিখ হইতে দুই মাসের মধ্যে ইহা অনুষ্ঠিত হইবে। বোর্ড অন্য যে কোন সময় সাধারণ সভা আহ্বান করিতে পারে।

(২) বার্ষিক সাধারণ সভায় উপস্থিত শেয়ার হোল্ডারগণ কর্পোরেশনের বার্ষিক হিসাব, কর্পোরেশনের কার্যক্রম বিষয়ে বোর্ডের বার্ষিক রিপোর্ট এবং হিসাব নিকাশ, ব্যালেন্সসিটের উপর অডিটর কর্তৃক দেয় প্রতিবেদনের উপর আলোচনায় অংশ নিতে পারিবেন এবং প্রস্তাবাকারে মতামত প্রকাশ করিতে পারিবেন। কর্পোরেশন এই সমস্ত মতামত বিবেচনা করিবে এবং উহা যে রূপ উপযুক্ত বিবেচিত হয় সেই ভাবে কার্যকরী করিবে।

৩৪। নিরীক্ষা–

(১) কমপক্ষে দুইটি নিরীক্ষা প্রতিষ্ঠান দ্বারা কর্পোরেশনের হিসাব নিকাশ পরীক্ষা করা হইবে। নিরীক্ষা প্রতিষ্ঠানদ্বয় কোম্পানি আইন ১৯৯৪ এর ২১০ এবং ২১৪ ধারামতে সনদপ্রাপ্ত হইবে। পরিচালনা বোর্ড পারিশ্রমিক

নির্ধারণ পূর্বক নিরীক্ষকদের নিয়োগদান করিবে এবং কর্পোরেশন ঐ পারিশ্রমিক পরিশোধ করিবে।

(২) উপধারা (১) মতে নিয়োগকৃত প্রত্যেক অডিট প্রতিষ্ঠানকে কর্পোরেশনের বাৎসরিক ব্যালেন্স সিটের একটি অনুলিপি দেওয়া হইবে। তাহারা সংশ্লিষ্ট ভাউচার এবং হিসাবের সংগে তাহা পরীক্ষা করিবে। কর্পোরেশন যে সকল হিসাব বই সংরক্ষণ করে তাহার একটি তালিকা তাহাদেরকে দেওয়া হইবে। তাহারা যুক্তিসংগত সকল প্রয়োজনে কর্পোরেশনের বই, হিসাব নিকাশ ও দলিল পত্রাদি দেখিতে পারিবে এবং হিসাব নিকাশের সংগে সংশ্লিষ্ট কর্পোরেশনের যে কোন কর্মকর্তাকে পরীক্ষা করিতে পারিবে।

(৩) নিরীক্ষকগণ বাৎসরিক ব্যালেন্সসিট ও হিসাব নিকাশের উপর ব্যবস্থাপনা পরিচালকের নিকট প্রতিবেদন দাখিল করিবে। উক্ত প্রতিবেদনে অডিটরদের নিকট দেয় সর্বাধিক তথ্য, ব্যাখ্যামতে এবং কর্পোরেশনের বহিতে লিপিবদ্ধ হিসাব মতে প্রস্তুতকৃত ব্যালেন্সসিটে তাহাদের মতানুসারে কর্পোরেশনের বিষয়াদিয় সত্য এবং সঠিক অবস্থা প্রতিপালিত হইয়াছে কি না তাহা বর্ণনা করিবে। তাছাড়া কর্পোরেশনের হিসাব নিকাশের বই তাহাদের মতানুসারে যথোপযুক্ত ভাবে রাখা হইয়াছে কি না এবং তাহাদের চাহিদামতে বোর্ড কর্তৃক ব্যাখ্যা ও তথ্যাদি প্রদান করিয়াছে কি না এবং প্রদান করিয়া থাকিলে উহা সন্তোষজনক কি না তাহাও উল্লেখ করিবে।

(৪) পরিচালনা বোর্ড যে কোন সময়ে অডিট প্রতিষ্ঠানকে সরকারের নিকট প্রতিবেদন পেশ করার কথা জানাইয়া নির্দেশ প্রদান করিতে পারে। সরকার যে কোন সময় নিরীক্ষার পরিধি ও ধরন সম্প্রসারণ করিতে পারে অথবা নিরীক্ষা কাজে ভিন্ন পদ্ধতি অবলম্বনের জন্য নির্দেশ দিতে পারে অথবা নিরীক্ষক কর্তৃক অন্য যে কোন ধরনের নিরীক্ষা যদি তাহাদের মতানুসারে জনস্বার্থে প্রয়োজন হয় তাহার নির্দেশ দিতে পারে।

৩৫। প্রতিবেদন–

(১) প্রতি মাসের শেষ বৃহস্পতিবার কর্পোরেশনের ব্যবসা কার্যক্রম বন্ধ করার সময়ে কর্পোরেশনের সম্পত্তি ও দায়ের যে হিসাব বিবরণী দাঁড়ায় উহার একটি বিবরণী পরবর্তী দশ দিনের মধ্যে প্রত্যেক শেয়ার ধারীকে প্রদান করিতে হইবে। যদি সেইদিন সরকারি ছুটি থাকে তাহলে নিগোসিয়েবল ইনস্ট্রুমেন্ট এ্যাক্ট-১৮৮১ (XXVI-1881) এর বিধানমতে পূর্ববর্তী কার্যদিবসে যাহা ব্যালেন্স হয় তাহা প্রদান করিতে হইবে (XXVI of 1881)।

(২) সরকার সময়ে সময়ে যে ধরণের বিবরণ, বিবৃতির প্রয়োজন বোধ করে কর্পোরেশন তাহা নির্ধারিত ছকে সরকারের নিকট প্রেরণ করিবে।

(৩) আর্থিক বছরের কার্যক্রম বন্ধ হওয়ার তারিখে সেই বছরের সম্পত্তি ও দায় এর যে ব্যালেন্স দাঁড়ায় কর্পোরেশন নির্ধারিত ছকে দুই মাসের মধ্যে উহার নিরীক্ষিত হিসাব বিবরণীসহ ঐ বছরের আয় ব্যয়ের হিসাব এবং ঐ বছরে কর্পোরেশনের কার্যক্রমের উপর একটি প্রতিবেদন সরকারের নিকট পেশ করিবে। বিবৃতি, হিসাব নিকাশ এবং প্রতিবেদনের অনুলিপি ওয়েবসাইটে প্রকাশিত হইবে।

৩৬। কর্পোরেশনের অবলুপ্তি–

কোম্পানি বা কর্পোরেশন বিলুপ্তির কোন আইন এই কর্পোরেশনের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে না। সরকারের নির্দেশ ছাড়া কর্পোরেশনের বিলুপ্তি ঘটিবে না এবং যখন যেভাবে যা নির্দেশ করে তাহা কার্যকর হইবে।

৩৭। পরিচালকদের দায়মুক্তি–

(১) কর্পোরেশনের প্রত্যেক পরিচালক তাহার দায়িত্ব পালনকালে সংঘঠিত কোন অনিচ্ছাকৃত ক্ষতি বা খরচের ক্ষতিপূরণ দেওয়া হইতে অব্যাহতি প্রাপ্ত হবেন। তবে নিজের ইচ্ছাকৃত ভুল বা ত্রুটির ক্ষেত্রে এই বিধান প্রযোজ্য হইবে না।

(২) কোন পরিচালক কর্পোরেশনের বা এককভাবে কোন পরিচালক, কর্মকর্তা বা কর্মচারীর সরল বিশ্বাসে কোন ক্ষতি, ব্যয় বা কার্যাবলির জন্য তিনি ব্যক্তিগতভাবে দায়ী হইবেন না। অপর্যাপ্ততা, অবমূল্যায়ন বা স্বত্ত্ব ত্রুটিপূর্ণ জনিত কারণে কর্পোরেশন কর্তৃক অর্জিত অথবা গৃহীত জামানত অপর্যাপ্ত হইলে, অথবা কোন লোকের অবৈধ

কার্যকলাপের কারণে কর্পোরেশন ক্ষতিগ্রস্থ হইলে তিনি দায়ী হইবেন যদি না তার জ্ঞাতসারে বা সরল বিশ্বাসে বা যথাযথ সাবধানতার সহিত অফিস দায়িত্ব পালনকালে তাহার দ্বারা সম্পাদিত হয়।

৩৮। আনুগত্য ও গোপনীয়তা–

কর্পোরেশনের প্রত্যেক পরিচালক, নিরীক্ষক, কর্মকর্তা বা কর্মচারী তাহার কাজে প্রবেশের পূর্বেই তাহার আনুগত্য ও গোপনীয়তা রক্ষা করিবেন।

৩৯। আয়কর ও অধিকারের ব্যবস্থা–

আয়কর আইন-১৯৮৪ এর জন্য কর্পোরেশনকে ঐ আইনের সংজ্ঞামতে একটি কোম্পানি হিসাবে গণ্য করা হইবে এবং সেই মোতাবেক উহার আয়, মুনাফা এবং লাভ আয়কর ও অধিকরের আওতাভুক্ত হইবে।

৪০। অপরাধসমূহ–

(১) কর্পোরেশন হইতে সেবা গ্রহণের উদ্দেশ্যে কেহ ইচ্ছাকৃত মিথ্যা বিবৃতি প্রদান করিলে অথবা জ্ঞাতসারে মিথ্যা বিবৃতি প্রদান করিলে অথবা কোন আকারে বা প্রকারে কর্পোরেশনকে জামানত গ্রহণে প্রলুব্ধ করিলে তাহাকে দুই বছর পর্যন্ত জেল অথবা দুই লক্ষ টাকা পর্যন্ত জরিমানা অথবা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত করা যাইতে পারে।

(২) যদি কেহ বোর্ড সদস্য হইয়া বা কর্পোরেশনের কোন কমিটির সদস্য হইয়া কোন ব্যক্তি কর্তৃক কর্পোরেশন হইতে আর্থিক সাহায্য লাভের জন্য কর্পোরেশন বোর্ড বা কমিটিকে প্রদত্ত তথ্যাদি ফাঁস করিলে বা বোর্ড সদস্য বা কমিটির সদস্য হিসাবে দায়িত্বের সাথে সংশ্লিষ্ট নয় এমন কোন উদ্দেশ্যে তথ্য ব্যবহার করিলে শাস্তি হিসাবে ছয় মাস পর্যন্ত জেল অথবা এক লক্ষ টাকা পর্যন্ত জরিমানা বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।

(৩) এতদ্‌সংক্রান্ত বিষয়ে বোর্ড বা কর্পোরেশনের ব্যবস্থাপনা পরিচালক কর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন কর্মকর্তার লিখিত কোন অভিযোগ ছাড়া এই আইনের আওতায় কোন আদালত কোন অপরাধ বিচারের জন্য আমলে গ্রহণ করিবেন না।

৪১। সরকারের বিধি তৈরি করার ক্ষমতা–

এই আইনের বিধান বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে সরকার বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবে। তবে উহা এই আইনের সংগে কোন ক্রমেই অসামঞ্জস্যপূর্ণ হইবে না। তদ্রুপ এই আইনের পরবর্তী ধারাধীনে প্রণীত কোন রেগুলেশন বিধির সংগে অসামঞ্জস্যপূর্ণ হইলে বিধি বলবৎ হইবে।

৪২। বোর্ডের প্রবিধান তৈরি করার ক্ষমতা–

(১) বোর্ড সরকারের পূর্বানুমতিক্রমে এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, কর্পোরেশন, সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে, সরকারি গেজেটের প্রজ্ঞাপন দ্বারা, এই আইনের সাথে অসংগতিপূর্ণ নহে এইরূপ প্রবিধান প্রণীত করিতে পারিবে যাহা গেজেটে প্রকাশের সংগে সংগে কার্যকর হইবে।

(২) বিশেষতঃ এবং পূর্ববর্তী ক্ষমতার সাধারণ কোন হানি না ঘটাইয়া নিম্নে বর্ণিত প্রবিধানের ব্যবস্থা করা যায়-

(ক) এই আইনের আওতাধীনে নির্বাচন অনুষ্ঠান এবং উহার পরিচালনাসহ নির্বাচনের বৈধতা বিষয়ে সন্দেহ বা বিরোধের চূড়ান্ত নিষ্পত্তি সংক্রান্ত।

(খ) কর্পোরেশনের প্রথম শেয়ার বণ্টনের পদ্ধতি ও শর্তাবলি

(গ) কর্পোরেশনের শেয়ারের অধিকার লাভ করা এবং স্থানান্তর করার পদ্ধতি ও শর্তাবলি সর্বোপরি শেয়ার ধারীগণের অধিকার ও কর্তব্য সংক্রান্ত সকল বিষয়াদি।

(ঘ) সাধারণ সভা আহ্বানের পদ্ধতি, উহার জন্য গ্রহণীয় প্রক্রিয়া অবলম্বন এবং ভোটাধিকার প্রয়োগের পদ্ধতি,

(ঙ) বোর্ড ও নির্বাহী কমিটির সভা আহ্বান, সভায় উপস্থিতির ফি এবং উহাদের কার্য পরিচালনা,

(চ) কর্পোরেশন কর্তৃক বন্ড ও ঋণ পত্রের পুনঃ মূল্যায়নের পদ্ধতি ও জারীর শর্তাবলী,

(ছ) জারীকৃত বন্ড এবং কর্পোরেশন কর্তৃক ঋণ মঞ্জুরির শর্তাবলি,

(জ) ২৬ ধারায় গৃহীত জামানতের পর্যাপ্ততা নিরূপনের আকার ও পদ্ধতি।

(ঝ) বৈদিশিক ঋণ দাতার নিকট হইতে বৈদেশিক মুদ্রায় ঋণ গ্রহণের পদ্ধতি ও শর্তাবলি।

(ঞ) আইনের আওতাধীনে প্রয়োজনীয় বিবরণী ও বর্ণনার ছক।
(ট) কর্পোরেশনের কর্মকর্তা, কর্মচারী এবং এজেন্টের, চাকরি, কর্তব্য ও আচরণের শর্তাবলি।
(ঠ) ঋণের জন্য পেশকৃত আবেদনে, বোর্ডের কোন পরিচালকের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ স্বার্থ প্রকাশ।
(ড) কর্পোরেশনের সংগে চুক্তি ভংগ করায় সাবসিডিয়ারি কর্পোরেশন অথবা কোম্পানি, বা সমবায় সমিতি ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপনা কার্যভার গ্রহণ করণ;
(ঢ) নির্ধারিত ছকে কর্পোরেশনের বার্ষিক আয় ব্যয়ের বাজেট প্রস্তুত করা এবং নির্ধারিত তারিখে অনুমোদনের জন্য বোর্ড ও সরকার কর্তৃক উহা পেশ করা,
(ণ) সাধারণভাবে কর্পোরেশনের বিষয়াদি দক্ষতার সহিত পরিচালনা করা ।
(৩) এই ধারাধীনে তৈরী সকল প্রবিধান অফিসিয়াল গেজেটে প্রকাশিত হইবে এবং ঐরূপ প্রকাশের তারিখ হইতে উহা কার্যকরী হইবে।

৪৩। রহিতকরণ ও হেফাজত–

(১) এই আইন কার্যকর হইবার সঙ্গে সঙ্গে The Film Development Corporation Act, 1957(Act no.XV of 1957) এতদদ্বারা রহিত হইল।
(২) উপধারা (১) এর অধীন রহিতকরণ সত্ত্বেও রহিত আইনের অধীন কৃত কোন কার্য বা গৃহীত কোন ব্যবস্থা এই আইনের অধীন কৃত বা গৃহীত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে; বিষয়টি নিয়ে আইনে একটি নতুন ধারা সংযুক্ত করিতে হইবে।